বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর

ঢাকা-১২০৭

www.bteb.gov.bd

জাতীয় দক্ষতামান বেসিক শিক্ষাক্রম

(৩৬০ ঘন্টা মেয়াদি)

প্রবিধান ২০১৬

বাকাশিবো/একাডে/১১৮১/মে,২০১৬

জাতীয় দক্ষতামান বেসিক শিক্ষাক্রম (৩৬০ ঘন্টা মেয়াদি) প্রবিধান ২০১৬

১. নাম ও মেয়াদঃ

১.১ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীনে পরিচালিত এ শিক্ষাক্রমের নাম হবে **"জাতীয় দক্ষতামান বেসিক সার্টিফিকেট কোর্স"**

১.২. জাতীয় দক্ষতামান বেসিক শিক্ষাক্রমসমূহ ৩৬০ ঘন্টা মেয়াদি; প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জানুয়ারি-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর সেশনে পরিচালিত হবে।

১.৩. জাতীয় দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ উন্নয়ন কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত বেসিক স্কিল ষ্টান্ডার্ড-এ নির্ধারিত দক্ষতা অর্জনের জন্য বোর্ড কর্তৃক সিলেবাস প্রণীত ।

১.৪. সাধারণত এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ৩৬০ ঘন্টার মধ্যে ৬০ ঘন্টা সময়কাল কমিউনিকেটিভ ইংলিশ/অন্য কোন বিদেশী ভাষার জন্য নির্ধারিত থাকবে।

১.৫. নম্বর বিন্যাসঃ

তাত্ত্বিক (১০০)						ব্যবহারিক (৪০০)			
ধারাবাহিক			চূড়ান্ত			ধারাবাহিক		চূড়ান্ত	সর্বমোট নম্বর
ইংরেজি	ট্রেড	মোট	ইংরেজি	ট্রেড	মোট	টিউটরিয়াল	জব অ্যাসাইন-মেন্ট	মোট	৫০০
১০	৩০	৪০	১০	৫০	৬০	১০০	১০০	২০০	

১.৬. সেশনঃ ৩৬০ ঘন্টা (৬ মাস) মেয়াদি

(ক) জানুয়ারি-জুন সেশন

ক্লাস আরম্ভ -জানুয়ারি মাসের প্রথম শনিবার

(খ) জুলাই-ডিসেম্বর সেশন

ক্লাস আরম্ভ -জুলাই মাসের প্রথম শনিবার

১.৭. সেশন ঃ ৩৬০ ঘন্টা (৩ মাস) মেয়াদি

(ক) জানুয়ারি-মার্চ সেশন ঃ ক্লাস আরম্ভ-জানুয়ারি মাসের প্রথম শনিবার

(খ) এপ্রিল-জুন সেশন ঃ ক্লাস আরম্ভ -এপ্রিল মাসের প্রথম শনিবার

(গ) জুলাই- সেপ্টেম্বর সেশন ঃ ক্লাস আরম্ভ -জুলাই মাসের প্রথম শনিবার

(ঘ) অক্টোবর-ডিসেম্বর সেশন ঃ ক্লাস আরম্ভ -অক্টোবর মাসের প্রথম শনিবার

১.৮. বোর্ড সমাপনী পরীক্ষা ঃ

মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসের শেষ শুক্রবার বোর্ড সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তবে কোন বিশেষ কারণে শুক্রবারে পরীক্ষা নিতে না পারলে পরবর্তী দিন শনিবার অনুষ্ঠিত হবে। কোন প্রতিষ্ঠানে ৩৬০ ঘন্টা ক্লাস সম্পন্ন হলে পরীক্ষা সমূহের যে কোনটিতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ছাত্রীরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। পরীক্ষা শেষ হওয়ার এক মাসের মধ্যে ফলাফল প্রকাশসহ সনদপত্র প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

১.৯. (ক) ৩৬০ ঘন্টা মেয়াদি জাতীয় দক্ষতামান বেসিক ৩ মাস অন্তে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য সর্বনিম্ন ১২ সপ্তাহ ক্লাস এবং প্রতি সপ্তাহে ৬ দিন প্রতিদিন ৫ ঘন্টা করে ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে। যে সকল প্রতিষ্ঠান ৩ মাসে কোর্স সমাপ্ত করবে তাদের ক্লাস রুটিন বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে।

(খ) ৩৬০ ঘন্টা মেয়াদি জাতীয় দক্ষতামান বেসিক ৬ মাস অন্তে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য সর্বনিম্ন ২৪ সপ্তাহ ক্লাস এবং প্রতি সপ্তাহে ৩ দিন প্রতিদিন ৫ ঘন্টা করে ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে। ক্লাস শুরুর প্রথম সপ্তাহে ক্লাস রুটিন বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে।

১.১০. কৃতকার্য প্রশিক্ষাণার্থীদের নিম্নরূপে গ্রেড প্রদান করা হবেঃ

নম্বর বিন্যাস	গ্রেড
৯০% থেকে তদুর্ধ্ব	A+
৮০%-৮৯%	A
৭০%-৭৯%	B
৬০%-৬৯%	C
৬০% এর নীচে	F

২. ভর্তির নিয়মাবলীঃ

২.১ কোন অনুমোদিত বিদ্যালয় হতে অষ্টম শ্রেণি/সমমান পরীক্ষায় পাশকৃত ছাত্র-ছাত্রীরা জাতীয় দক্ষতামান বেসিক শিক্ষাক্রমে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কোর্সের চাহিদার ভিত্তিতে এসএসসি বা সমমান বা তদুর্ধ্ব পাশ ছাত্র/ছাত্রীরা ভর্তির যোগ্য হবে।

২.২. এ ছাড়াও নিজ দায়িত্বে কিংবা গৃহশিক্ষকের কাছ থেকে অধ্যয়ন করে অষ্টম শ্রেণির সমমানের জ্ঞান অর্জন করেছে এই মর্মে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রদানকারি প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রত্যয়ন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট জাতীয় দক্ষতামান বেসিক শিক্ষাক্রমে ভর্তি হওয়ার জন্য দরখাস্ত করার যোগ্য হবে।

২.৩. ছাত্র-ছাত্রীদের বয়স ১২ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় দক্ষতামান বেসিক কোর্সে ভর্তি হতে পারবে না।

৩. নিবন্ধন ঃ

৩.১. জাতীয় দক্ষতামান বেসিক (৩৬০ ঘন্টা) শিক্ষাক্রমে (১) ৩ মাস মেয়াদি কোর্সে ক্লাস শুরুর ৩০ দিনের মধ্যে (২) ৬ মাস মেয়াদি কোর্সে ক্লাস শুরুর ৬০ দিনের মধ্যে নিবন্ধন ফরম পূরণ করতে হবে । বোর্ড থেকে প্রদত্ত নিবন্ধন কার্ড প্রবেশ পত্র হিসেবেও গন্য হবে।

৩.২. শিক্ষার্থীর নিবন্ধনের মেয়াদ একটি চূড়ান্ত পরীক্ষা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। কোন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে এবং পরীক্ষার্থী পুনরায় ভর্তি হতে চাইলে আবার নিবন্ধন করতে হবে।

৪. সাধারণ নিয়মাবলী :

৪.১. প্রশিক্ষণার্থীগণকে শতকরা ন্যূনপক্ষে ৮০ ভাগ ক্লাশে অংশগ্রহণ করতে হবে। অসুস্থতা বা গ্রহণযোগ্য অন্য কোন কারণবশত বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কমিটির সুপারিশক্রমে শতকরা ৭০% উপস্থিতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

৪.২. নির্ধারিত হাজিরা না থাকলে কোন প্রশিক্ষণার্থী চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৪.৩. প্রত্যেক ট্রেডে একটি গ্রুপের শিক্ষার্থীর সংখ্যা হবে ড্রপ আউটসহ সর্বাধিক ৩০ জন। তবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বাস্তব সুবিধার উপর ভিত্তি করে বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে গ্রুপ বাড়ানো যাবে।

৪.৪. বোর্ড থেকে চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পরীক্ষা কেন্দ্রের সচিব বরাবরে প্রেরণ করা হবে।

৪.৫. চূড়ান্ত পরীক্ষার সময়কাল তাত্ত্বিক ২ ঘন্টা ও ব্যবহারিক ৩ ঘন্টা মোট পাঁচ ঘন্টা (প্রয়োজনে ব্যবহারিক পরীক্ষা ২ দিনে নেয়া যেতে পারে)। চূড়ান্ত পরীক্ষা বোর্ড নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।

৪.৬. চূড়ান্ত পরীক্ষার দু'সপ্তাহ পূর্বে পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন কার্ড (ছবি যুক্ত) প্রবেশপত্র হিসেবে গন্য নির্ধারিত ফি প্রদান করে বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাখা হতে সংগ্রহ করতে হবে যা প্রবেশপত্র হিসেবে গন্য হবে।

৪.৭. বোর্ডের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে ব্যবহারিক পরীক্ষা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে নির্ধারিত কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে ।

৪.৮. বোর্ড কর্তৃক প্রয়োজন অনুযায়ী জেলা/উপজেলা ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র (পলিটেকনিক/টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ/টিটিসি ইত্যাদি) নির্বাচন করা হবে। কেন্দ্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোসহ অন্যান্য সুবিধাদি সম্পন্ন বেসরকারী কারিগরি প্রতিষ্ঠানও নির্বাচন করা যাবে। কেন্দ্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে বোর্ডের নীতিমালা অনুসরণ করা হবে।

৫. ধারাবাহিক মূল্যায়ন ঃ

৫.১ প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষক কর্তৃক ধারাবাহিকভাবে কাজের মূল্যায়ন করতে হবে।

৫.২ ধারাবাহিক মূল্যায়নের যাবতীয় তথ্য ও রেকর্ড প্রশিক্ষণার্থীর জন্য নির্ধারিত অগ্রগতি কার্ডে নিয়মিত লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে। অগ্রগতি কার্ড বোর্ডের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

৫.৩ ধারাবাহিক মূল্যায়নকৃত কাজ (জব) মূল্যায়নের প্রমানাদি সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময় বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত পরিদর্শক প্রশিক্ষণ শেষে চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য নিযুক্ত অনাভ্যন্তরীণ পরীক্ষক কর্তৃক তা পর্যালোচনা করতে পারে।

৫.৪ ধারাবাহিক মূল্যায়নের কাজ ও শ্রেণি পরীক্ষার উত্তরপত্র নম্বরসহ নিরীক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট জমা দিতে হবে। মূল্যায়নকৃত ব্যবহারিক কাজ পুনরায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের দেখার সুযোগ দেয়া যেতে পারে।

৫.৫ ধারাবাহিক মূল্যায়নের নম্বর বিণ্যাস হবে নিম্নরূপঃ

১। তাত্ত্বিক ধারাবাহিক মোট নম্বর=ইংরেজি ১০+ট্রেড ৩০=মোট ৪০

(মোট নম্বরের শতকরা হার)

ক্লাস টেস্ট	**২০%**
কুইজ	**২০%**
অ্যাসাইনমেন্ট	**৪০%**
হাজিরা/আচরণ	**২০%**

২। ব্যবহারিক ধারাবাহিক ঃ মোট নম্বর = ২০০(টিউটোরিয়াল ১০০, জব অ্যাসাইনমেন্ট ১০০)

টিউটোরিয়াল (১২টি)	**৪০%**
জব/ এক্সপেরিমেন্ট রিপোর্ট (১০টি)	**৪০%**
মৌখিক পরীক্ষা	**১০%**
হাজিরা/আচরণ	**১০%**

৫.৬ ধারাবাহিক মূল্যায়নের যাবতীয় তথ্যাদি ও দলিলাদি ফলাফল প্রকাশের পর ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট সংরক্ষিত থাকবে।

৫.৭ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা প্রোফাইল থাকবে। যেখানে শিক্ষার্থীর সকল তথ্য সংরক্ষণ করা থাকবে।

৬. শিল্প কারখানায় কর্মরত ইচ্ছুক প্রার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পূর্বযোগ্যতা ঃ

৬.১ কোন ব্যক্তি কমপক্ষে ১ (এক) বৎসর সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কাজে নিয়োজিত (শিক্ষানবীশ বা স্বনিয়োজিত হলেও) থাকলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর পূর্বযোগ্যতা পরীক্ষায় (টেস্ট) পাস করার শর্ত পূরণ করে জাতীয় দক্ষতামান বেসিক শিক্ষাক্রমের পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্য সুযোগ পাবে।

৬.২ এরূপ প্রার্থীগণ পরীক্ষা শুরু হবার ২/৩ মাস পূর্বে নির্দিষ্ট ফরম পূরণ করতঃ নির্ধারিত ফি প্রদান করে নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানে আবেদন করবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান আবেদনকারির পূর্ব যোগ্যতা পরীক্ষা গ্রহণ করে প্রাপ্ত নম্বর এবং একটি প্রত্যয়নপত্রসহ রেজিস্ট্রেশনের জন্য বোর্ডে প্রেরণ করবেন। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তাদের প্রবেশপত্র ইস্যু করবেন।

৬.৩ পূর্ব যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের টেস্টের নম্বরটি ধারাবাহিক মূল্যায়নের নম্বর হিসেবে বিবেচিত হবে।

৭. চূড়ান্ত মূল্যায়নঃ

৭.১ নির্ধারিত প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সময়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বেসিক ট্রেডের চূড়ান্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।

৭.২ বোর্ড প্রচলিত নিয়ম অনুসারে ব্যবহারিক চূড়ান্ত মূল্যায়ন নির্ধারিত কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হবে।

৭.৩ চূড়ান্ত ব্যবহারিক পরীক্ষায় অভ্যন্তরীণ ও অনাভ্যন্তরীণ পরীক্ষক যৌথভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। বোর্ড হতে অনাভ্যন্তরীণ পরীক্ষক নিয়োগ করা হবে। কেন্দ্র সচিব প্রয়োজনীয় সংখ্যক অভ্যন্তরীণ পরীক্ষক নিয়োগ করবেন।

৭.৪ বোর্ড কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত অনাভ্যন্তরীণ পরীক্ষক পরীক্ষার দিন উপস্থিত থাকবে।

৭.৫ বোর্ড কর্তৃক অন-লাইন এ ব্যবহারিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পাঠানো হবে।

৭.৬ পরীক্ষা মনিটরিং করবে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড।

৭.৭ অভ্যন্তরীণ ও অনাভ্যনন্তরীণ পরীক্ষকগণ যৌথ তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করবেন। তারা যৌথভাবে পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ও পরে প্রশিক্ষণার্থীর প্রস্তুতকৃত ব্যবহারিক কাজ মূল্যায়ন করবেন।

৭.৮ পরীক্ষকগণ প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে তৈরিকৃত প্রশিক্ষণার্থীর ব্যবহারিক কাজ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন ইত্যাদি পূনঃ নিরীক্ষণ করে প্রাপ্ত নম্বরের সমন্বয় সাধন করতে পারবেন। অভ্যন্তরীণ ও অনাভ্যন্তরীণ পরীক্ষকগণ নম্বরের সমন্বয় করতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত নম্বরের সমন্বয় সাধন করার ক্ষমতা বোর্ডের উপর ন্যাস্ত থাকবে ।

৭.৯ চূড়ান্ত মূল্যায়নেব নম্বর বিণ্যাস হবে নিম্নরূপঃ

১। তাত্ত্বিক চূড়ান্তঃ মোট নম্বর-ইংরেজি ১০+ট্রেড ৫০ = ৬০, সময় ১ঘন্টা এমসিকিউ/সর্ট উত্তর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হবে। মোট ৬০টি প্রশ্ন থাকবে।

২। ব্যবহারিক চূড়ান্তঃ মোট নম্বর=২০০, সময় ৩ঘন্টা

(মোট নম্বরের শতকরা হার)

ব্যবহারিক কাজ	৮০%
সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন	১০%
মৌখিক পরীক্ষা	১০%

৭.১০. পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার নম্বর, ব্যবহারিক চূড়ান্ত পরীক্ষার কাজ মূল্যায়ন নম্বর এবং প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবহারিক নম্বর অভ্যন্তরীণ ও অনাভ্যন্তরীন পরীক্ষকের স্বাক্ষর এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রতিস্বাক্ষরসহ অনলাইন থেকে ডাউনলোড করে ফর্মে তিন দিনের মধ্যে বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে ।

৭.১১ উত্তরপত্রের কভার পেজ OMR শীট যুক্ত হবে।

৮. সনদ প্রদান ঃ

৮.১. প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রীকে ধারাবাহিক মূল্যায়ন, চূড়ান্ত মূল্যায়নে আলাদাভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে ।

৮.২ গৃহীত পরীক্ষায় কৃতকার্য হলে ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্ত মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে বোর্ড হতে সনদ প্রদান করা হবে ।

৮.৩ বোর্ড থেকে ইস্যুকৃত সনদপত্রে গ্রেড উল্লেখ থাকবে (সনদে লেটার গ্রেডের নম্বরের ব্যাপ্তি উল্লেখ থাকবে)।

৯. বাংলা এবং ইংরেজি (অপর পাতায়) ভাষায় বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হতে উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীদেরকে সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে ।

১০. এ প্রবিধানের কোন ধারা/ধারাসমূহের ব্যাখ্যা প্রদানের অধিকার শুধুমাত্র বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে।

১১. বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সমন্বিত শৃংখলা বিধি ও উপবিধি এ শিক্ষাক্রমের জন্যও প্রযোজ্য হবে। এছাড়াও সরকারি পাবলিক এক্সামিনেশন এ্যাক্ট, ১৯৮০ এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।